ভোরের কাগজ

তারিখ 05 JAN 1994
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

18

জাতীয় গ্রন্থনীতি ও রুগ্ন প্রকাশনা শিল্প

পত্রিকা থেকে জানা গেলো, সরকার জাতীয় গ্রন্থনীতি ঘোষণা করতে যাচ্ছেন অবশেষে। আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে এটি ঘোষিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। খুব সঙ্গতভাবেই প্রশ্ন তোলা যায়, জাতীয় গ্রন্থনীতি প্রণয়ন করতে এতো বেশি সময় লাগার কারণ কী? জাতির মেধা, সৃজনশীলতা এবং সংস্কৃতিকে সুষ্ঠুভাবে বিকশিত করে তোলার জন্য কার্যকরী একটি গ্রন্থনীতি প্রণয়ন করা জরুরি ছিল অনেক আগেই! তবু এসব প্রশ্ন সত্ত্বেও জাতীয় গ্রন্থনীতি প্রণয়নের উদ্যোগ এতোটা পরে হলেও যে সরকার নিয়েছেন, সেজন্য এক প্রস্থ ধন্যবাদ তাদেরকে জানিয়ে রাখতেই হয়।

গ্রন্থনীতি প্রণয়ন করতে গিয়ে দু'টো লক্ষ্যকে মোটা দাগে সামনে রাখা হয়েছে। প্রথমতঃ দেশের ভেতরে উন্নত বইয়ের অভাবটিকে পূরণ করা। পাশাপাশি দেশের উন্নত বইগুলো বিদেশী বাজারে পাঠানো এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে পরিচিত করানো। এই লক্ষ্য পূরণের সঙ্গেই আসলে জড়িয়ে আছে আমাদের পুরো প্রকাশনা শিল্পের সমস্যাগুলো সঠিকভাবে চিহ্নিত করা এবং সেগুলো উত্তরণের জন্য সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার মধ্যে সমাধানের প্রকৃত উপায়গুলোকে খুঁজে বের করা।

মুদ্রণ সামগ্রীর দাম কমানোর ব্যাপারে প্রকাশকরা অনেক দিন থেকেই বিভিন্ন প্রস্তাব দিয়ে আসছেন। সেগুলোর মধ্যে ন্যায্যমূল্যে বাজারে কাগজ সরবরাহ করার দাবিটি ছিল প্রধান। বর্তমানে কাগজের উচ্চমূল্য প্রকাশনা শিল্পকে ঠিকমতো মাথা তুলে দাঁড়াতে দিচ্ছে না। এ ক্ষেত্রে অতিরিক্ত উৎপাদন ব্যয় কমিয়ে এনে কাগজের মূল্য হ্রাস করার ব্যাপারটি সরকারকে সক্রিয় বিবেচনায় আনতে হবে। এর পাশাপাশি আরো কতোগুলো বিষয়েও ভাবার পর্যাপ্ত অবকাশ আছে। দেশে বর্তমানে যে পরিমাণ কাগজ উৎপন্ন হচ্ছে, তাতে প্রকাশনা-শিল্পের মোট চাহিদা পূরণ হয় না সব সময়। বিশেষ করে বইমেলার মৌসুমের আগে আগে পর্যাপ্ত কাগজের অভাব চরমে গিয়ে ঠেকে। মুমূর্ষু প্রকাশনা শিল্পকে বাঁচাতে হলে এ ব্যাপারটিও সহৃদয় বিবেচনায় আনতে হবে। বাজারে চাহিদা মোতাবেক কাগজ সরবরাহের জন্য প্রয়োজনে আরো কাগজ মিল স্থাপনের কথা ভাবা যায়। এছাড়া মিল থেকে সমমূল্যে সরাসরি কাগজ কেনার সুযোগ দেওয়া যেতে পারে প্রকাশকদেরকেও। সুখের কথা, দেশীয় মুদ্রণ সামগ্রী স্বল্পমূল্যে প্রস্তুতির ব্যবস্থা করার বিষয়টি সরকার তাদের চিন্তায় রেখেছেন। প্রত্যাশা করি, অন্য বিষয়গুলো নিয়েও তারা ভাববেন।

প্রকাশনা শিল্পকে সুস্থ খাতে প্রবাহিত করার জন্য উন্নত বইয়ের প্রকাশ ও বিপণনের ক্ষেত্র প্রসারিত করার কোনো বিকল্প নেই। এজন্য সারা দেশে ইউনিয়ন পর্যায়ে লাইব্রেরি-কাঠামো গড়ে তোলা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। একই সঙ্গে প্রয়োজন লাইব্রেরিতে ভালো বইয়ের সংগ্রহ অব্যাহত রাখার ব্যবস্থা করা। উপযুক্ত লাইব্রেরি-কাঠামো গড়ে তুললে একদিকে এর সুফল ফলবে সমগ্র জাতির মেধা ও সৃজনশীলতায়। অপরদিকে প্রকাশনা শিল্পেও উন্নত বই প্রকাশের ঝোঁক বাড়বে। উঠে দাঁড়ানোর শক্ত মেরুদণ্ড পাবে তারা।

জাতির চিত্তকে সরস এবং মেধাকে শাণিত রাখার জন্য টেক্সট ও টেকনিক্যাল বইয়ের পাশাপাশি সৃজনশীল বইয়ের ভূমিকার গুরুত্ব মোটেই কম নয়। তাছাড়া জ্ঞান এবং সৃজনশীলতার উপর কোনো সীমানাও আরোপ করা চলে না। বর্তমানে সৃজনশীল বইয়ের উপর অতিরিক্ত যে শুল্ক ধার্য করা আছে, জাতির বিকাশের স্বার্থেই তা প্রত্যাহারের বিষয়টি সরকারকে ভেবে দেখতে হবে।

জাতীয় গ্রন্থনীতির সঙ্গে পুরো জাতির বিকাশের স্বার্থ জড়িত। ফলে মানবিকভাবে যতোটা নির্ভুল গ্রন্থনীতিকে করা সম্ভব, সরকার তা করার চেষ্টা করবেন এই প্রত্যাশা আমাদের সবার।

জাতির চিত্তকে সরস এবং মেধাকে শাণিত রাখার জন্য টেক্সট ও টেকনিক্যাল বইয়ের পাশাপাশি সৃজনশীল বইয়ের ভূমিকার গুরুত্ব মোটেই কম নয়। তাছাড়া জ্ঞান এবং সৃজনশীলতার উপর কোনো সীমানাও আরোপ করা চলে না। বর্তমানে সৃজনশীল বইয়ের উপর অতিরিক্ত যে শুল্ক ধার্য করা আছে, জাতির বিকাশের স্বার্থেই তা প্রত্যাহারের বিষয়টি সরকারকে ভেবে দেখতে হবে।